ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

ফিচার- ১৬

আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

## বই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতু বন্ধন করে

।। তিলক রবিদাস ।।

'বই' দুই বর্ণের এক ছোট শব্দ। ছোট উচ্চারণ। কিন্তু দুই মলাটের ভেতর বই ধরে রাখে কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও সাহিত্যের বহমান ধারা। বই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতু বন্ধন করে। সময়ের গন্ডি অতিক্রম করে সে ধরে রাখে সবকিছু। বইমেলা জাত, ধর্ম, বর্ণ, ভাষার ব্যবধান মুছে দেয়। এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয় তার বুকের ভেতরে স্বযত্নে রক্ষিত বিশাল ভান্ডার। বইমেলা লেখক, কবি, সাহিত্যিক, গবেষক, সমালোচক, প্রকাশক, পাঠক ও বই বিক্রেতাদের এক অনাবিল আনন্দস্রোতের মোহনায় নিয়ে আসে। তারা পরস্পরের মধ্যে মতবিনিময় করে আনন্দে মশগুল হন। যেন এই বইমেলার জন্যই তারা সারাবছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন।

বছর ঘুরে আবার এলো আগরতলা বইমেলা। ১৯৮১ সালের ৩০ মার্চ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে প্রথম আগরতলা বইমেলার সূচনা হয়েছিল। এ বছর এই আগরতলা বইমেলা ৪২ বছরে পা দেবে। আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে ১৪ দিনব্যাপী আগরতলা বইমেলা শুরু হচ্ছে। চলবে ৫ মার্চ পর্যন্ত। এ বছর বইমেলার মূল ভাবনা হলো 'ভব্য ভারত'। তথ্য অনুযায়ী ১৯৪৯ সালে জার্মানীর গুটেনবার্গের হাত ধরে ফ্রাঙ্কফুর্টে প্রথম বইমেলার সূচনা হয়েছিল। বই উদার। এর কোন সীমারেখা নেই। বই অসীম ও চিরযৌবনা। তাই আজকের এই বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যমের যুগেও বই এর সদর্থক ভূমিকা এতটুকু কমেনি। তাই বলতে হয়, বইমেলা নিছক এক মেলা নয়। এটা হচ্ছে শান্তি, সম্প্রীতি, সংহতি, সৃজনশীলতা ও সৌভ্রাতৃত্বের মেলবন্ধন। এটাই বোধ হয় আমাদের বইমেলা থেকে সবচেয়ে বড় পাওনা। সত্য কথা এই যে, বইমেলাকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর রাজ্য, বর্হিরাজ্যের স্টলের সংখ্যা যেমন বাড়ছে তেমনি ক্রেতা-বিক্রেতা ও পাঠকের সংখ্যাও বাড়ছে। আগরতলা বইমেলা রাজ্যকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচিতি এনে দিয়েছে।

বছর যত বাড়ছে বইমেলার জনপ্রিয়তাও তত বাড়ছে। এবারে বইমেলা দুপুর ২টা ৩০ মিনিট থেকে শুরু হয়ে চলবে রাত ৯টা পর্যন্ত। ছুটির দিনগুলিতে মেলা রাত ৯টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত চলবে। এবারের বইমেলায় কবি সম্মেলন, আলোচনাচক্র, ককবরক ও বাংলায় নতুন বই প্রকাশ, ক্যুইজ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ অবদানের জন্য সম্মাননা জ্ঞাপন, তাৎক্ষনিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা প্রভৃতির ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া এবারের বইমেলায় বেস্ট লিটল ম্যাগাজিন অ্যাওয়ার্ড নামে নতুন পুরস্কার চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ব্যবস্থা রাখা হবে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ, ট্রাফিক ব্যবস্থা, নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা, বইমেলায় আগতদের বসার সুবন্দোবস্ত ইত্যাদি।

*২য় পাতায়*

এবছর বইমেলার উদ্বোধনী এবং সমাপ্তিদিনে অনুষ্ঠানের মঞ্চকে যথাক্রমে পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামে উৎসর্গ করা হবে। প্রতিবছরের মতো এই বছরও তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আগরতলা বইমেলা আয়োজনের জন্য অনেক আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। দপ্তরের পক্ষ থেকে রাধানগর, চন্দ্রপুর, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে থেকে বই পিপাসুদের মেলা প্রাঙ্গণে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিনামূল্যে বাসের ব্যবস্থা থাকবে। এ বছরের আগরতলা বইমেলাকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহাকে আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান মনোনীত করে একটি পরিচালন কমিটি ও ৮টি বিভিন্ন উপকমিটি গঠন করা হয়েছে। সকলের প্রত্যাশা, এবারের আগরতলা বইমেলা সৃষ্টিশীলতার অম্লানবার্তা বয়ে আনবে। এবারের ভিড় আগের সকল রেকর্ডকে ছাপিয়ে যাবে। আসলে, বই সকলকে আপন করে নেয়। বই উদার ও অকৃত্রিম। বইয়ের মত আপন বন্ধু কেউ হতে পারেনা।

********